দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ০২ DEC. 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

চাই চাকসু নির্বাচন

নাদিয়া বিনতে কবির

১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরপরই প্রতিষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (চাকসু)। সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান এবং অধিকার সম্পর্কে তাদের মত প্রকাশের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত হয়েছিল চাকসু। প্রতিষ্ঠার পর মোট ছয়বার চাকসু নির্বাচন হয়। সর্বশেষ নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। অথচ শিক্ষক সমিতি, বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার সমিতি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নির্বাচন প্রতিবছর বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবে যথাসময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। শুধু হয় না শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন।

কলা অনুষদের সামনে তিন তলা ভবনের নিচ তলায় বর্তমানে চা, নাস্তা ও দুপুরের খিচুড়ি খাওয়াদাওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় তলায় ছাত্রীদের কমন রুম এবং পত্রিকা-ম্যাগাজিন পড়ার ব্যবস্থা আছে। তৃতীয় তলা ব্যবহার করছে বিভিন্ন সংগঠন, তাদের নিজেদের কাজে। এটি কমিউনিটি সেন্টার হিসেবেও ভাড়া দিচ্ছে প্রশাসন।

দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে চাকসু নির্বাচন না হলেও প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন ফি ও হল ইউনিয়ন ফি নামে ফি আদায় করা হচ্ছে। গত ২১ বছরে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে প্রায় দেড় কোটি টাকা। এমনকি এ ফি কয়েক বছর পর পর বাড়ানোও হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পরিষদ সিনেট। সেখানে চাকসুর কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি না থাকায় উপাচার্য নির্বাচন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে হচ্ছে না। সিনেটের মাধ্যমে সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছিল ১৯৮৬ সালে। নির্বাচিত হয়েছিলেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক বর্তমানে ইমেরিটাস প্রফেসর ড. আলমগীর মোহাম্মদ সিরুজুদ্দীন। এরপর নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আর কোনো উপাচার্য নিয়োগ হয়নি।

আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীরা সব বিতর্কের অবসান চাই। আমরা চাই চাকসু নির্বাচন দেওয়া হোক। আগামীতে দেশ যাতে নেতৃত্ব সংকটে না পড়ে সে ব্যবস্থা হোক। উন্মুক্ত করা হোক মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রাণকেন্দ্রটি। প্রাণচঞ্চল হোক আমাদের চাকসু।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়